



কেন্দ্রীয় বিদ্যুৎ, কয়লা, নতুন ও পুনর্নবীকরণযোগ্য জ্বালানি এবং খনি মন্ত্রকের তিন বছরের কর্ম প্রচেষ্টা : উদ্যোগ, সাফল্য ও অগ্রগতি

কেন্দ্রীয় বিদ্যুৎ, কয়লা, নতুন ও পুনর্নবীকরণযোগ্য জ্বালানি এবং খনি দপ্তরের প্রতিমন্ত্রী(স্বাধীন দায়িত্বপ্রাপ্ত) শ্রী পীযুষ গোয়েল তাঁর বিভিন্ন দপ্তরের গত তিন বছরের কাজকর্মের সাফল্য ও অগ্রগতির একটি চিত্র আজ ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে তুলে ধরেন সংবাদমাধ্যমের কাছে।

Posted On: 13 JUN 2017 11:01AM by PIB Kolkata

কেন্দ্রীয় বিদ্যুৎ, কয়লা, নতুন ও পুনর্নবীকরণযোগ্য জ্বালানি এবং খনি দপ্তরের প্রতিমন্ত্রী(স্বাধীন দায়িত্বপ্রাপ্ত) শ্রী পীযুষ গোয়েল তাঁর বিভিন্ন দপ্তরের গত তিন বছরের কাজকর্মের সাফল্য ও অগ্রগতির একটি চিত্র আজ ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে তুলে ধরেন সংবাদমাধ্যমের কাছে। আমেদাবাদ, বেঙ্গালুরু, ভুবনেশ্বর, জয়পুর, কলকাতা, লক্ষ্মণা এবং পটনা – এই সাতটি শহরের সংবাদমাধ্যম প্রতিনিধিদের কাছে তিনি তাঁর বক্তব্য পেশ করেন এই কনফারেন্সের মাধ্যমে।

শ্রী গোয়েল জানান, দিনের ২৪ ঘণ্টাই সুলভ জ্বালানি সকলের কাছে পৌঁছে দেওয়া এবং জাতীয় উন্নয়নের লক্ষ্যে প্রাকৃতিক সহায় সম্পদের সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিত করে তোলা ‘উজ্জ্বল ভারত’ কর্মসূচির একটি গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ। প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদীর এক নতুন ভারত গড়ে তোলার চিন্তাভাবনাকে সফল করে তুলতে তাঁর সবক’টি দপ্তর নানা ধরনের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে বলে উল্লেখ করেন শ্রী পীযুষ গোয়েল। নতুন ভারত গঠনের লক্ষ্যপূরণে কেন্দ্রীয় বিদ্যুৎ, কয়লা, নতুন ও পুনর্নবীকরণযোগ্য জ্বালানি এবং খনি মন্ত্রক যে এতিন বছরে অনেকটা পথই অতিক্রম করেছে সে কথাও পুনরুচ্চারণ করেন তিনি।

‘উজ্জ্বল ভারত’-এর লক্ষ্যপূরণে ছ’টি মৌলিক নীতির ওপর ভিত্তি করে কর্মপ্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে এই চারটি মন্ত্রক। নীতিগুলি হল – সুলভ (সহজলভ্য বিদ্যুৎ), স্বস্তি(সস্তায় বিদ্যুৎ), স্বচ্ছ (বিশুদ্ধ জ্বালানি), সুনিয়োজিত (ভবিষ্যতের প্রস্তুতি হিসেবে সুপরিচালিত পরিকাঠামো), সুনিশ্চিত (সকলের জন্য নিশ্চিত বিদ্যুতের যোগান) এবং সুরক্ষিত (স্বচ্ছ পরিচালন ও প্রশাসনের মাধ্যমে প্রত্যেক নাগরিকের ক্ষমতায়ন এবং তাঁদের ভবিষ্যতের সুরক্ষা)।

শ্রী গোয়েলের মতে, দেশের প্রত্যেক নাগরিকের কাছে সেবা পৌঁছে দেওয়ার স্বপ্ন নিয়ে কেন্দ্রীয় সরকার, রাজ্য সরকার, সরকারি ও বেসরকারি ক্ষেত্রের বিদ্যুৎ সংস্থা এবং খনি সংস্থাগুলির উচিত ঘনিষ্ঠ সমন্বয়ের মধ্য দিয়ে একযোগে কাজ করে চলা। গ্রাহক, বিনিয়োগ কর্তা তথা নাগরিকদেরও এই কাজের সঙ্গে যুক্ত করার ওপর গুরুত্ব আরোপ করেন তিনি।

কয়লা, বিদ্যুৎ, নতুন ও পুনর্নবীকরণযোগ্য জ্বালানি ও খনি মন্ত্রকের তিন বছরের সাফল্য ও অগ্রগতির একটি সার্বিক চিত্রও তিনি এদিন উপস্থাপিত করেন সংবাদমাধ্যম প্রতিনিধিদের কাছে।

কয়লা

বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য কয়লার পর্যাপ্ত যোগান নিশ্চিত করে তুলতে এবং ঘাটতি দূর করে কয়লার উৎপাদনকে উদ্বৃত্ত ঘোষণা করতে আগামী ২০১৯-২০ সালের মধ্যে দেশে ১০০ কোটি টন কয়লা উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা স্থির করেছে কেন্দ্রীয় সরকার। ২০১৪ থেকে শুরু করে গত তিন বছরে দেশে কয়লা উৎপাদনের মাত্রা বৃদ্ধি পেয়েছে ৯.২ কোটি টন। ২০১৪-র আগে কয়লা উৎপাদনের এই মাত্রা বৃদ্ধির জন্য সময় লেগেছিল প্রায় ৭ বছরের মতো। ঐ সময় দেশের বিদ্যুৎ প্রকল্পগুলির প্রায় দুই-তৃতীয়াংশই কয়লা মজুতের পরিমাণ ছিল এক সঙ্কটজনক পরিস্থিতিতে। এই অবস্থা কাটিয়ে উঠে বিদ্যুৎ প্রকল্পগুলিতে বর্তমানে কয়লার ঘাটতি পুরোপুরি শূন্য। দেশকে স্বনির্ভর করে তোলার জন্য কয়লা আমদানির পরিমাণও অনেকাংশে কমিয়ে আনা হয়েছে। এর ফলে বিদেশি মুদ্রার সাশ্রয় ঘটেছে ২৫,৯০০ কোটি টাকার মতো।

স্বল্পপরিমাণ কয়লা ব্যবহারের মাধ্যমে অধিকতর বিদ্যুৎ উৎপাদনের সরকারি নীতি ইতিমধ্যে সফলদিতও শুরু করেছে। ২০১৬-১৭ অর্থ বছরে ১কিলোওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য কয়লা ব্যবহারের পরিমাণ ছিল ০.৬৩ কিলোগ্রাম। অর্থাৎ, সমপরিমাণ বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য ২০১৩-১৪ সালে কয়লা ব্যবহারের পরিমাণ ছিল ০.৬৯ কিলোগ্রাম। সুতরাং, প্রতি কিলোওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদনের ক্ষেত্রে কয়লার ব্যবহার কমিয়ে আনা হয়েছে ৮ শতাংশের মতো। এর ফলে, অপেক্ষাকৃত সস্তায় বিদ্যুতের মতো একটি বিশুদ্ধ জ্বালানির উৎপাদন ও যোগানকে নিশ্চিতকরে তোলা হয়েছে। ৪ কোটি টন কয়লার যোগান ও ব্যবহারকে বাস্তবায়ন করে তোলার ফলে ওহাজার কোটি টাকা সাশ্রয়ের সম্ভাবনাও আরও উজ্জ্বল হয় উঠেছে।

বিদ্যুৎ

কেন্দ্রীয় সরকারের সহযোগিতামূলক যুক্তরাষ্ট্রীয়তার প্রতি দায়বদ্ধতার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে দেশের সবক’টি রাজ্যের সক্রিয় অংশগ্রহণে স্বাক্ষরিত হয়েছে ‘সকলের জন্য বিদ্যুৎ’ চুক্তি। ‘শক্তি’ কর্মসূচিটি হল পরিবর্তনের লক্ষ্যে এক বিশেষ উদ্যোগ যার মাধ্যমে কয়লার বিষয়টি নিলাম ও বটনের পাশাপাশি সুলভ বিদ্যুতের যোগানকে নিশ্চিত করে তুলবে।

চিরাচরিত, অর্থাৎ প্রচলিত বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষেত্রে যুক্ত হয়েছে ৬০ গিগাওয়াট অতিরিক্ত বিদ্যুৎ। ২০১৪-এ এপ্রিল থেকে ২০১৭-র মার্চ পর্যন্ত কয়লা থেকে বিদ্যুতে রূপান্তর প্রক্রিয়ায় বৃদ্ধি ঘটেছে প্রায় ৪০ শতাংশ। বিদ্যুৎ সংবহন লাইনগুলির ক্ষেত্রে উন্নতির হার পরিলক্ষিত হয়েছে এক-চতুর্থাংশের মতো। ‘এক জাতি, একটি গ্রিড, অভিন্ন মাণ্ডলহার’ – এই নীতিকে আরও জোরদার করে তোলা হয়েছে রাজ্যগুলির কাছে সুলভে উদ্বৃত্ত বিদ্যুৎ যোগান দেওয়ার মাধ্যমে। এই প্রথমবার বিদ্যুতের একটি রপ্তানিকারক দেশ হিসেবে ২০১৬-১৭ অর্থ বছরে এক বিশেষ স্থানের অধিকারী হয়েছে ভারত।

উদয় (উজ্জ্বল ডিসকম অ্যাসুরেন্স যোজনা), বিদ্যুৎ বটনের ক্ষেত্রে এটি হল এক বিশেষ সংস্থার কর্মসূচি। ২.৩২ লক্ষ কোটি টাকার ‘উদয়’ বন্ড ইস্যু করার মাধ্যমে ডিসকমগুলির ব্যয়সাশ্রয় ঘটেছে ১২ হাজার কোটি টাকার মতো। এর সাহায্যে গ্রাহক সাধারণের কাছে সুলভে বিদ্যুৎ পৌঁছে দেওয়ার কাজ সহজতর হয় উঠবে। এই সংস্থার প্রচেষ্টার ফলে বিশ্ব ব্যাঙ্কের বিদ্যুতের সুলভ যোগান নিশ্চিত করে তোলা সম্পর্কিত র‌্যাঙ্কিং-এ ২০১৫-র ৯৯ থেকে ভারতের স্থান উন্নীত হয়েছে ২৬-এ।

দেশের দরিদ্রতম মানুষের কাছেও জ্বালানির সুযোগ পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্যে পণ্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায়ের দার্শনিক চিন্তাভাবনাকে অনুসরণ করে ‘অন্ডোদয়’-এর আদর্শকে তুলে ধরতে বিশেষভাবে উদ্যোগী কেন্দ্রীয় সরকার। পণ্ডিত উপাধ্যায়ের মতো একজন গভীর দার্শনিক, মানবতাবাদী তথা মহান জাতীয়তাবাদীর জন্ম শতবর্ষ পালিত হচ্ছে গরিব কল্যাণ বর্ষ হিসেবে। গ্রামীণ বৈদ্যুতিকরণের একটি প্রধান কর্মসূচি রূপায়িত হচ্ছে বিশেষ যত্নের সঙ্গে। দেশের ১৮,৪৫২টির মধ্যে যে ৪ হাজার গ্রাম এখনও বিদ্যুতের যোগান থেকে বঞ্চিত আগামী ২০১৮-র মে মাসের মধ্যে সেখানেও পৌঁছে যাবে বিদ্যুতের সুযোগ। শুধুমাত্র প্রতিটি গ্রামই নয়, প্রতিটি গৃহকোণকেও আলোকোজ্জ্বল করে তুলতে আগ্রহী কেন্দ্রীয় সরকার। এই লক্ষ্যে আগামী ২০২২ সালের মধ্যে দেশের প্রতিটি পরিবারেই পৌঁছে যাবে বিদ্যুতের সুযোগ। বিভিন্ন রাজ্য থেকে প্রাপ্ত পরিসংখ্যান অনুযায়ী, দেশের প্রায় ৪ কোটি ৫০ লক্ষ বাসস্থান এখনও রয়েছে বিদ্যুৎ সংযোগের অপেক্ষায়।

জ্বালানি সাশ্রয়ের লক্ষ্যে ভারত যে উদ্যোগ গ্রহণ করেছে তার স্বীকৃতি মিলেছে বিশ্ব জুড়ে। ‘উজালা’ কর্মসূচির আওতায় ২৩ কোটিরও বেশি এলইডি বাথ এ পর্যন্ত বটন করা হয়েছে। এর ফলে, একই সঙ্গে দুটি উদ্দেশ্য পূরণের কাজ সফল হয়েছে। একদিকে যেমন বিদ্যুতের বিল সাশ্রয় ঘটেছে ১২,৪০০ কোটি টাকার, অন্যদিকে তেমনি CO2 নিগমনের মাত্রা হ্রাস পেয়েছে বছরে ২.৫ কোটি টনেরও বেশি।

নতুন ও পুনর্নবীকরণযোগ্য জ্বালানি

প্রধানমন্ত্রীর ঘোষণা অনুযায়ী ভারত বর্তমানে সম্পূর্ণভাবে দায়বদ্ধ পরিবেশ সুরক্ষার কাজে। আগামী ২০২২ সালের মধ্যে ১৭৫ গিগাওয়াট পুনর্নবীকরণযোগ্য জ্বালানি উৎপাদনের লক্ষ্যে ২০১৬-১৭ অর্থ বছরে ভারত অতিক্রম করে এসেছে বেশ কিছুটা পথ। প্রতিযোগিতামূলক পদ্ধতিতে বরাদ্দনের ফলে পুনর্নবীকরণযোগ্য জ্বালানি যাতে গ্রাহক সাধারণের কাছে সুলভও আকর্ষণীয় হয় ওঠে, তা নিশ্চিত করা হয়েছে কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষ থেকে। সৌর (২,৪৪৮ টা) এবং বায়বীয় (৩,৪৬ টা) জ্বালানির মূল্যস্তরকেও যথেষ্ট কম রাখা হয়েছে। প্রচলিত উৎসগুলির তুলনায় পুনর্নবীকরণযোগ্য জ্বালানি থেকে উৎপাদিত বিদ্যুতের পরিমাণ প্রথমবর্ষে পেয়েছে ২০১৬-১৭ অর্থ বছরটিতেই। বিগত বছরেও সৌর এবং বায়বীয় – এই দুটি ক্ষেত্র থেকে বিদ্যুৎ সংযোজনের মাত্রা ছিল সর্বোচ্চ পর্যায়ের।

খনি

সুনির্দিষ্ট নীতি ও প্রযুক্তির সমন্বয়ে খনি ক্ষেত্রের কাজকর্মকে আরও স্বচ্ছ করে তোলার কাজে উদ্যোগ গ্রহণ করেছে কেন্দ্রীয় সরকার। সুপরিচালিতভাবে প্রচেষ্টা চালানো হয়েছে প্রাকৃতিক সহায় সম্পদের সর্বোচ্চ সদ্যব্যবহারের ওপরও। জাতীয় খনিজ অনুসন্ধান নীতি, ২০১৬-র লক্ষ্য হল অনুসন্ধান সম্পর্কিত কাজকর্মকে আরও জোরদার করে তোলা। মহাকাশ প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে অবৈধ খনন কার্যের ওপর সতর্ক নজরদারির লক্ষ্যে চালু হয়েছে এমএসএস ব্যবস্থা।

খনি ক্ষেত্রে খনন ও অনুসন্ধান সম্পর্কিত কাজকর্মের ফলে যাঁরা কোন না কোনভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবেন, তাঁদের কল্যাণে সূচনা হয়েছে ‘প্রধানমন্ত্রী খনিজ ক্ষেত্র কল্যাণ যোজনা’ । দেশের ১২টি খনিজ সমৃদ্ধ রাজ্যগুলির মধ্যে ১১টিতেই বর্তমানে রূপায়িত হচ্ছে এই বিশেষ কর্মসূচিটি। এর আওতায় জেলা খনিজ ফাউন্ডেশনের মাধ্যমে ইতিমধ্যেই খনি ক্ষেত্র থেকে সংগৃহীত হয়েছে প্রায় ৭,১৫০ কোটি টাকা। খনিঅঞ্চলের ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলির শিক্ষা, স্বাস্থ্য পরিচর্যা ও কল্যাণে ব্যয়িত হবেএই অর্থ।

মোবাইল অ্যাপ-এর মাধ্যমে স্বচ্ছতা ও দায়বদ্ধতা

‘গ্রাহকই আমাদের লক্ষ্য’ – সরকারি সমস্ত প্রচেষ্টার মূলেই রয়েছে এই বিশেষ চিন্তাভাবনাটি।বিভিন্ন দপ্তর এবং কর্মসূচির কাজকর্ম সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করা যাবে ইতিমধ্যেইচালু হওয়া বিভিন্ন অ্যাপ-এর মাধ্যমে। গত বছর এই উদ্দেশ্যে যে অ্যাপগুলি চালুরহয়েছে, তার মধ্যে রয়েছে ‘উর্জা’ ও ‘তরঙ্গ’। ‘উর্জা’র মাধ্যমে শহরাঞ্চলের বিদ্যুৎপরিস্থিতি এবং সুসংহত বিদ্যুৎ উন্নয়ন কর্মসূচির সর্বশেষ পরিস্থিতি সম্পর্কে তথ্য ওপরিসংখ্যান সংগ্রহ করা সম্ভব। অন্যদিকে, ‘তরঙ্গ’-এর সাহায্যে বিদ্যুৎ সংবহনসম্পর্কিত যাবতীয় খুঁটিনাটির হদিশ পাওয়া যাবে। বিদ্যুৎ ছাটাই সম্পর্কে কোনরকমজানার থাকলে তার জন্য রয়েছে আরেকটি অ্যাপ-ও যার নাম দেওয়া হয়েছে ‘উর্জা মিত্র’। **18002003004** – এই নম্বরে মিস্ড কল দিয়ে চার মন্তকের সবক’টি অ্যাপই ডাউনলোড করা যাবে।

আজকের ডিডিও কনফারেন্সে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় বিদ্যুৎ সচিব শ্রী পি কেপুজারী, কয়লা সচিব শ্রী সুশীল কুমার এবং খনি মন্ত্রকের সচিব শ্রী অরুণ কুমার ।

(Release ID: 1492621) Visitor Counter : 2

Background release reference

শ্রী গোয়েল জানান, দিনের ২৪ ঘণ্টাই সুলভ জ্বালানি সকলের কাছে পৌঁছে দেওয়া এবং জাতীয় উন্নয়নের লক্ষ্যে প্রাকৃতিক সহায় সম্পদের সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিত করে তোলা ‘উজ্জ্বল ভারত’কর্মসূচির একটি গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ

